বাংলার উৎসব

কথায় বলে বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণ।পশ্চিমবঙ্গে যে কটি উৎসব বেশ আনন্দ সহকারে পালিত হয় সেগুলি হ'ল দোল, দুর্গোৎসব, কালীপূজো, সরস্বতীপূজো ইত্যাদি। এছাড়াও ক্রিসমাস, বর্ষবরণ, এবং বিভিন্ন মনীষীদের জন্মজয়ন্তীগুলি বেশ উৎসাহ সহকারে পালিত হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের মূল উৎসব দুর্গাপূজা যার জন্য শুধু বাঙালীই নয় সব বর্ণের লোকই সারাবছর অপেক্ষা করে থাকে। দুর্গাপূজোকে উপলক্ষ্য করে চারিদিকে সাজো-সাজো রব পড়ে যায়, ষষ্ঠীতে দেবীর আবাহন দিয়ে পূজো শুরু হয়ে দশমী পর্যন্ত - এই পাঁচদিন ব্যপী পূজো চলে। দশমীতে দেবীর বিসর্জন হবার পর শুরু হয় বিজয়া , বড়রা একে অপরের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়, ছোটোরা বড়দের প্রণাম করে ও আশীবাদ প্রার্থনা করে ,মিষ্টিমুখে এই পর্ব শেষ হয়। এর পরেই থাকে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা তারপরেই ভাইফোঁটা। ভাইফোঁটা উৎসব ও বাঙালীর ঘরে-ঘরে পালিত হয়, প্রত্যেক বোনেরা ভাই'এর দীর্ঘায়ূ কামনা করে ভাই'এর কপালে চন্দন- ঘি- দই ইত্যাদি দিয়ে ফোঁটা দেয়, পরিবর্তে উপহার ও আশীবাদ প্রাপ্য থাকে। এরপরেই থাকে জগদ্ধাত্রীপূজা, পশ্চিমবঙ্গের চন্দননগর আলোর রোশনাই ও জগদ্ধাত্রীপূজোর জন্য বিখ্যাত। এরপরেই ক্রমশঃ দিনগুলো ছোটো হতে থাকে এবং ইংরেজী বছর শেষে শুরু হয় ক্রিসমাস উৎসব পালন।তারই সাথে থাকে ইংরেজী নতুনবছর পালনের উৎসব। কোলকাতার পার্কস্ট্রিট অঞ্চল আলোয় ঝলমল করে ওঠে, কেকের দোকানে ভিড় উপচে পড়ে।

বসন্তকালে সরস্বতীপূজা ছঅত্রছাত্রীদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, যা প্রতিটি স্কুলে এবং প্রায় সব বাড়ীতেই পালিত হয়ে থাকে। এদিন ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ দিন কারণ এইদিন তারা মা সরস্বতীর কাছে বিদ্যালাভের জন্য আশীবাদ প্রার্থনা করে, পড়াশোনা থেকে এক দিন রেহাই পায়।এই একই সময়ে পালিত হয় দোল বা হোলী। শিশু থেকে বড় প্রত্যেকে রঙ -জল ,আবীর নিয়ে একে অপরকে রাঙ্গিয়ে দেয়। শান্তিনিকেতনের দোল উৎসব দেখার মতো। সেখানে শুধুই আবীর এবং রবীন্দ্রগীতি-নৃত্য চলে সারা দিন

ধরে।এছাড়াও নবদ্বীপ, নদীয়ায় দোল খুব ধুমধাম করে পালিত হয়।
উৎসব আসলে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক, জাতি-ধর্ম-বর্ণের বাধা মানে না, তাই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরাই শুধু নয়, প্রত্যেক বর্ণের মানুষই সব পার্বণেই কোন-না-কোন ভাবে অংশ নেয়।

আপনার গ্রামে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার আবেদন জানিয়ে সম্পাদককে পত্র

সম্পাদক,
আনন্দবাজার পত্রিকা
.....
.....
বিষয়: গ্রামে একটি হাসপাতাল খোলার জন্য আবেদন

মাননীয় মহাশয়,
আমি শ্রীমান..... , ...গ্রামের বাসিন্দা।আমাদের গ্রামে চিকিৎসা ব্যবস্থার ভীষণ অভাব। ছোটোখাটো সমস্যার সমাধান করতে হলেও আমাদের অনেক দূরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। প্রয়োজনে কোনো গাড়ী-ঘোড়াও পাওয়া যায় না, এ্যম্বুলেন্স তো দূর অস্ত। রাস্তাও খুব খারাপ।
এই পত্রের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীমশাই'এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে অবিলম্বে আমাদের গ্রামে একটি হাসপাতাল স্থাপন করা হোক, তাহলে সমস্ত গ্রামবাসীদের প্রভূত উপকার হবে। তাতে যেমন অনেক প্রাণও বাঁচবে তার সাথে গরীব মানুষগুলো স্বল্পব্যয়ে সুচিকিৎসা পাবে।
নাম:.....
স্থান:.....